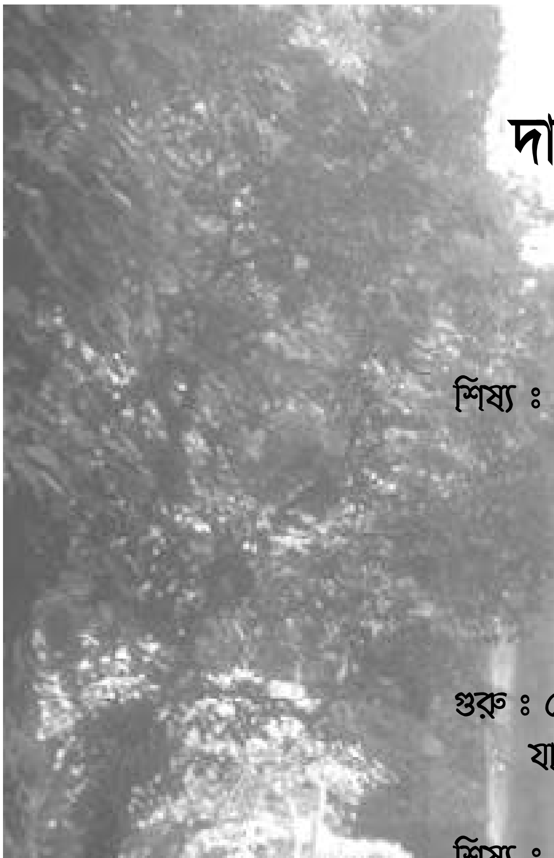

খ্রীষ্টের প্রেমেতে পথ-চলা

দাম্পত্য জীবন ও পরিবারের আধ্যাত্মিকতা

শিষ্য ঃ গুরু, আমি বৃক্ষটির যত্ন নিচ্ছি, জল দিয়েছি।
এবং আমরা — স্ত্রী ও আমি —একত্রে বসবাস করছি।
কিন্তু দাম্পত্য জীবনে এটাই কি সব।
আমি শাশ্বত আনন্দের সন্ধান কি পাব না ?

গুরু ঃ বেশ বৎস, তোমার দাম্পত্য জীবন একমাত্র পথ, যা তোমাকে অনন্ত সুখের রাজ্যে নিয়ে যাবে।

শিষ্য ঃ গুরু, বুঝতে পারছি না, খোলসা ক'রে বলুন।

গুরু ঃ তোমরা দু'জনেই সুড়ঙ্গ পথের যাত্রী, এ পথ যে-কোন দিকে বাঁক নিতে পারে। আর সুড়ঙ্গ পথটি ঘুটঘুটে অন্ধকার। তোমরা পরস্পরের খুব কাছাকাছি তথাপি একে অপরকে দেখতে পাচ্ছ না। তোমরা পরস্পরের মনকষ্টের কথা শুনতে পাচ্ছ। যখন কেউ একজন পা পিছলে গেলে, অন্যজন তোমাকে ধরল এবং তোমাকে দাঁড় করিয়ে দিল। তবুও এটা যথেষ্ট নয়; পরস্পরকে দেখার জন্য তোমাদের দরকার বিশ্বাসের আলো ও পথ নির্দেশক পবিত্র আত্মাকে। এ সুড়ঙ্গ পথের শেষেই আছে তোমাদের শাশ্বত আনন্দ।

পরিবারগুলো খ্রীষ্টান কারণ তারা খ্রীষ্টের সাক্ষাৎ লাভ করেছে

খ্রীষ্টীয় পরিবার বর্তমানকালের ঐশরাজ্যের শক্তি এবং ভবিষ্যতের সুখী জীবনের প্রত্যাশা ঘোষণা করে *(‘খ্রীষ্টমণ্ডলী’ বিষয়ক সংবিধান,৩৫)*

সাধু পল বলেন, যে-ব্যক্তি খ্রীষ্টের সাক্ষাৎ লাভ করেছে , সে নতুন জীবন পেয়েছে। একবার যে পরিবার খ্রীষ্টের সাক্ষাৎ পেয়েছে, সে পরিবার নতুন সত্যের দেখা পেয়েছে।

পরিবারের সদস্যদের আছে এক নতুন সত্তা;
তাদের সম্পর্কে আছে নতুন নিবিড়তা;
তাদের সমস্যা এবং উৎকণ্ঠা. বেদনা এবং মনোকষ্টে,
তারা বয়ে চলেছে ক্রুশ,
তাদের গুরু এবং প্রভু যীশুর পিছু পিছু
পুনরুত্থানের অভিমুখে,
বস্তুত: তারা পরিত্রাণের পথেই চলছে।
বিশ্বস্ত থাকার প্রচেষ্টা
পরস্পরের ভরণপোষণের নিমিত্তে
তাদের দৈনিক শ্রম ভালবাসা, যত্ন এবং সুরক্ষায়
তাদের সংগ্রামের মুহূর্তগুলি হয়ে ওঠে স্বর্গীয়।
ঈশ্বর যখন তাদের পরিবারের ইতিহাসে অবতীর্ণ হন
ভালবাসা বিচ্ছুরিত হয়।
তাদের হৃদয় উন্মুক্ত ও প্রশস্ত হয়,
শুধুমাত্র পরিবারের সদস্যদের জন্য
জায়গা প্রস্তুত করে না,
কিন্তু সকলের জন্য স্থান সংকুলান করে,
যারা তাদের সংস্পর্শে আসে।
তাদের মধুর হাসির মধ্য দিয়ে
তাদের সৌজন্যমূলক আচরণের মধ্য দিয়ে
তাদের উৎফুল্ল এবং সান্ত্বনাদায়ী কথার মাধ্যমে
তাদের প্রার্থনার দ্বারা
আর তাদের অসংখ্য উপায়সমূহের মাধ্যমে
তারা সত্যিকারের অনুগ্রহের মাধ্যম হয়ে ওঠে।

যখন তুমি খ্রীষ্টের সাক্ষাৎ লাভ কর
এবং তাঁর সংস্পর্শ পাও,
আর যখন তুমি অন্যদের সাক্ষাৎ পাও
সকলে তখন জীবন্ত ঈশ্বরের স্পর্শ লাভ করে।
বাস্তবিকপক্ষে তারা পৃথিবীর জন্য হয়ে ওঠে ঈশ্বরের ক্লান্তিহীন এবং নিঃশর্ত ভালবাসার সাক্রামেন্ত।

মূলত: একটি খ্রীষ্টান পরিবার এবং অখ্রীষ্টান পরিবারের মধ্যে পার্থক্য আছে। **মূল চাবিকাঠি হচ্ছে, খ্রীষ্টের সাক্ষাৎ।** এটিই হচ্ছে খ্রীষ্টান পরিবার হওয়ার মূল বিষয়। কিন্ত এরপর, তুমি কীভাবে খ্রীষ্টের সাক্ষাৎ লাভ কর ? কখনই তুমি শুধুমাত্র তোমার প্রচেষ্টার মাধ্যমে তাঁর সাক্ষাৎ লাভ করতে পারবে না। সাক্ষাৎ তোমাকে দান করা হবে। সুখবর যে, ঈশ্বর তা তোমাকে দেন। তারপর তোমাকে খেয়াল রাখতে হবে; অবিরাম প্রচেষ্টা চালাতে হবে। কোন সংক্ষিপ্ত পদ্ধতি নেই। কখনও একজনের দ্বারা হবে না। খ্রীষ্টান ধর্ম একেবারে সহজ নয়। তুমি তোমার ইচ্ছামত আচরণ করতে পার না এবং আন্দাজে বলতে পার না যে, ঈশ্বর তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসেন। গলায় দড়ি বেঁধে গাছের ডালে ঝুলে পড়ে প্রতীক্ষায় থেকো না আর প্রত্যাশা কর না যে, ঈশ্বর অলৌকিক উপায়ে তোমার গলার রশি কেটে দেবেন। ঈশ্বর সেরকম কিছু করলে, তা ভাল হবে। কিন্তু তারপর, ঈশ্বর এভাবে কাজ করেন না। তিনি কেবলমাত্র তার কাছেই আসেন, যার কান খোলা, তাঁর সাথে কাজ করতে ইচ্ছুক, তাঁর চির-লভ্য কৃপায় সহযোগিতার করতে যে প্রস্তুত।

কীভাবে তুমি সহযোগিতা কর ? বেশ, পবিত্র খ্রীষ্টীয়

পরিবারের উজ্জ্বল নক্ষত্ররাজি তোমাকে পথ দেখাবে। সকল খ্রীষ্টীয় পরিবারের তিনটি সাধারণ বিষয় আছে :

ক) তারা পবিত্র সাক্রামেন্তে খ্রীষ্টের সাক্ষাৎ পেয়েছে;

খ) তারা প্রার্থনা এবং ঈশ্বরের বাণী ধ্যানের মাধ্যমে খ্রীষ্টের সাক্ষাৎ পেয়েছে;

গ) পরিবারে তারা অন্য সদস্যদের দৈনন্দিন ভালবাসার কর্তব্যবোধে ও সেবা-যত্নে খ্রীষ্টের সাক্ষাৎ পেয়েছে।

এগুলি খ্রীষ্ট-সাক্ষাতের তিনটি পৃথক পথ নয়; এগুলি পরস্পর সম্পর্কিত এবং একটি অপরটিকে বিকশিত করে। এস, আমরা **'ক'** ও **'গ'** এর উপর ধ্যান করি। তৃতীয়টি দিয়ে শুরু করি। **'খ'** সম্বন্ধে আমরা অন্য অধ্যায়ে আলাপ করব।

অন্যদের মাঝে খ্রীষ্টের সাক্ষাৎলাভ

তোমার-আমার জীবন বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে ছোট ছোট কর্তব্য-কর্ম, লোকদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাত এবং আলাপ-আলোচনা, অন্যদের দেখাশুনা করে সময় কাটে। আমাদের অধিকাংশ পৃথিবীতে থাকাকালীন সাদা-মাঠা কিছু কাজ করে বিদায় নেয়, খুব কম সংখ্যক আছে যারা মহৎ কাজ করেছেন এবং মারা গেছেন। জীবনের এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ের কর্মক্ষেত্রে আমরা সাধারণত: খ্রীষ্টের সাক্ষাৎ পাই। এ সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাজ করে ঈশ্বর যেমনটি চান যে, আমরা তাঁর সাক্ষাৎ লাভ করি। এখানে সেরকম একটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হল, যেখানে একজন ছোট ছোট কাজগুলি মহৎ উপায়ে সাধন ক'রে মহিয়সী হয়েছেন।

আজ যদি যোয়ান্না বেঁচে থাকত, তার বয়স হত ৭৮ বছর। কিন্তু তিনি ততদিন বাঁচেন নি। মাত্র ৩৯ বছর বয়সে তিনি মারা যান। তিনি ছিলেন ইতালীয় পুলিশ অফিসার এবং একজন শিশুরোগ চিকিৎসক। পোপ ষষ্ঠ পল তার সম্বন্ধে বলেছেন,"একজন মা যিনি তার শিশুর জীবন বাঁচাতে নিজের জীবন স্বেচ্ছায় বলি দিলেন"।

১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দের ২৯ এপ্রিল। তিনি তখনও ভাল কিছুর জন্য প্রার্থনা করছিলেন, মঙ্গলজনক কিছু আশা করছিলেন। তার স্বামী পিয়েত্রো মোলা বাইরে ধৈর্য সহকারে অপেক্ষা করছিলেন। অতি প্রত্যুষে তিনি তার প্রিয় স্বামীর হাত ধরে বলেছিলেন, "যদি আমার মৃত্যু হয়, কান্নাকাটি ক'রো না। আমাদের সন্তান তোমার সঙ্গে থাকবে"। এটা ছিল তার চতুর্থ সন্তান যোয়ান্না ইমানুয়েলার জন্মদানের সময়। চিকিৎকগণ তাকে গর্ভপাতের পরামর্শ দিয়েছিলেন। তার জরায়ুতে একটি টিউমার হয়েছিল। নিজে একজন ডাক্তার হয়ে তিনি অবস্থার গুরুত্ব অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। হয় তাকে, না হয় গর্ভে তার সন্তানকে মরতে হবে। তিনি ডাক্তারদের পরামর্শ প্রত্যাখ্যান করলেন। ডাক্তার ও তার আত্মীয়-স্বজন তাকে চাপ দিতে থাকলেন। তাকে বুঝাতে চেষ্টা করলেন যে, তার বয়স বেশী নয়, সামনে আরও লম্বা সময় পড়ে আছে। তিনি তার সিদ্ধান্তে অটল রইলেন। তিনি নিজ জীবনের বিনিময়ে তার সন্তানকে বলি দেবেন না। সে চরম দিনটি উপস্থিত হল, দূষিত জরায়ু-ঝিল্লির প্রদাহের যন্ত্রণা ভোগ করে যোয়ান্না প্রশান্তি ও আনন্দের প্রভা ছাড়িয়ে পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন।

পিটার মোলা ভেঙ্গে পড়লেন এবং কেঁদে উঠলেন, "কত না হাসি-খুশী, প্রিয় এবং যত্নশীল ছিল তার স্ত্রী!" সাত বছর ধরে একত্রে বসবাস করে তিনি কখনও বুঝতে পারেননি যে, তিনি একজন মহিয়সী নারীর সংস্পর্শে ছিলেন! সাধু-সাধ্বীগণ নিগূঢ় রহস্যময় অনুগ্রহ কিংবা মরমী দর্শনের ব্যক্তি হিসাবে বিবেচিত হন। অন্যদিকে যোয়ান্না এমনই একজন যার মরমী দর্শন ক্ষমতা ছিল না কিন্তু তিনি তার প্রতিদিনকার স্বাভাবিক জীবন-যাপনে সাগ্রহে ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন করে গেছেন। তিনি একজন গুণান্বিত মহিলা, একজন উত্তম স্ত্রী এবং উত্তম মাতা হওয়ার জন্য কঠোর প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন, তা ছাড়া আর কিছু না।

যোয়ান্নার স্বামী পিয়েত্রো মোলা স্মরণ করেন যে, "কেউ বিনা কষ্টে ভালবাসতে পারে না কিংবা ভালবাসা ছাড়া কষ্টভোগ করা যায় না...মায়েদের দিকে তাকাও, সন্তানদের তারা কতই না ভালবাসেন, কত ত্যাগস্বীকারই না করেন ! তারা সবকিছুই করতে প্রস্তুত, এমনকি তাদের জীবন পর্যন্ত দান করতে"। সে প্রায় বলত, তার ছেলেমেয়ে তার আনন্দ, তার গৌরব এবং সম্পদ। আপন বিশ্বাসে অটল থেকে সে তার বাচ্চার জন্য জীবন বলি দিয়েছে। " বন্ধুদের জন্য যে আপন প্রাণ উৎসর্গ করে, এর থেকে বড় ভালবাসা মানুষের আর থাকতে পারে না"।

ছেলেমেয়েরা যখন বড় হয়ে উঠল, পিয়েত্রো তাদের বলেছিল যে, তারা তাদের মায়ের কাছে সাহায্যের জন্য প্রার্থনা করতে পারে। বাস্তবিকপক্ষে তা সত্য হয়েছিল; ১৯৯৪ খ্রীষ্টাব্দে আন্তর্জাতিক পরিবার বর্ষ উপলক্ষে প্রিয় স্বামী ও সন্তানদের উপস্থিতিতে যোয়ান্নাকে ধন্যা শ্রেণীভুক্ত করা হল। পোপ দ্বিতীয় জন পল ধন্যা শ্রেণীভুক্তিকরণ অনুষ্ঠানে ঘোষণা দিলেন, "... তিনি (ধন্যা যোয়ান্না) হলেন একটি সম্মিলিত পরিবারের অনুগ্রহ, বিশ্বাস এবং প্রেমেতে সমৃদ্ধ। তিনি ছিলেন একজন সুখী মা, কিন্তু তার চতুর্থ সন্তান ধারণকালে তিনি একটি বড় পরীক্ষার সম্মুখীন হন। নিজ গর্ভের সন্তান এবং নিজের জীবন –এ দুইয়ের একটিকে বেছে নেওয়ার সিদ্ধান্তের নাটকীয় মুহূর্তে তিনি নিজের জীবন উৎসর্গ করতে দ্বিধা করেন নি। জীবনবোধের এই চরম বৈষম্যপূর্ণ মানসিকতার পরিব্যাপ্তিতে তার জীবন-বন্দনা কতই না বীরোচিত সাক্ষ্যস্বরূপ!"

যোয়ান্নার ডায়রীতে লেখা একটি প্রার্থনা এখানে উল্লেখ করা হল :

যীশু, আমার ভাগ্যে যা-ই ঘটুক না কেন, সবকিছু আমি তোমাকে সঁপে দিলাম, আমি জানি, এটাই তোমার পবিত্র ইচ্ছা। আমার অতি প্রিয় যীশু, অনাদি-অনন্ত কৃপাময় ঈশ্বর, মানবাত্মার স্নেহশীল পিতা, এবং দুর্বল, চরম দুর্দশাগ্রস্ত, অস্থিরচিত্তদের বিশেষ অবলম্বন, যাদেরকে তুমি তোমার বাহুবন্ধনে অতি স্নেহের পরশে বহন কর, আমি তোমার কাছে এসেছি তোমাকে চাইতে, তোমার পবিত্র আত্মার পুণ্য ফল ও প্রেমের মাধ্যমে, কৃপা হৃদয়ঙ্গম করতে এবং সর্বদা তোমার পবিত্র ইচ্ছা পালন করতে, তোমাতে আস্থাশীল অনুগ্রহ লাভ করতে, চাই সেই কৃপা যে কৃপা যুগে যুগে নিশ্চিত করা হয়েছে এবং অনন্তকাল ধরে তোমার প্রেমময় স্বর্গীয় হস্তে বিরাজমান।

স্ত্রী হিসাবে তার স্বামীর প্রেমপূর্ণ সেবাযত্নে, ছেলেমেয়েদের স্নেহশীল দেখাশুনার দৈনিক জীবনযাত্রায় যোয়ান্না খ্রীষ্টের সাক্ষাৎ লাভ করেছিলেন। এটা হচ্ছে, ভালবাসার স্বার্থে দৈনন্দিন সাধারণ কাজ-কর্ম, যেখানে তুমি ঈশ্বরের মুখোমুখি হও।

যদি তুমি খ্রীষ্টের সাক্ষাৎ পেতে চাও, তাহলে উপায়টা হচ্ছে : তোমার জীবনের প্রাত্যহিক কর্মে তুমি ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুসন্ধান কর। সে সকল মানুষদের ভালবাস ও যত্ন নাও, ঈশ্বর যাদের বিশ্বাসভরে তোমার হাতে ছেড়ে দিয়েছেন। তোমার ও তোমার প্রিয় মানুষের আনন্দ এবং সফলতা, ব্যথা-বেদনা, দুঃখজনক ঘটনা এবং শারীরিক বা মানসিক আঘাত, জয়-পরাজয় তোমার নিকট ঈশ্বরের আগমনের মুহূর্ত হয়ে উঠতে পারে।

সাক্রামেন্তে তুমি তাকে সাক্ষাৎ কর

সাধু আম্ব্রোস তার De apologia -তে প্রার্থনায় বলেছেন, "হে খ্রীষ্ট ! তোমার সাক্রামেন্তে আমি সামনাসামনি তোমার সাক্ষাৎ পাই"। মিলানের বিশপ সাধু আম্ব্রোজ (৩৪০-৩৯৭ খ্রীষ্টাব্দ), এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটেনিকা অনুসারে, তিনজন রোমান সম্রাটের উপদেষ্টা ছিলেন। তার উপদেশ এবং জীবন বিখ্যাত দার্শনিক আগষ্টিনকে ৩৮৭ খ্রীষ্টাব্দে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণে অনুপ্রাণিত করেছিল।

বস্তুত: মণ্ডলী সেই আদি যুগ থেকে শিক্ষা দিয়ে আসছে যে, আমরা সাক্রামেন্তগুলিতে সুনির্দিষ্ট এবং নিশ্চিতভাবে খ্রীষ্টের সাক্ষাৎ লাভ করি। সাক্রামেন্তগুলি হচ্ছে সেই রীতি, যার মাধ্যমে খ্রীষ্ট স্বর্গ থেকে আসেন এবং তাঁর ছেলেমেয়েদের সাথে দেখা করেন। সাক্রামেন্তে খ্রীষ্ট তোমার নিকট উপস্থিত হন :

১। একজন খ্রীষ্ট, যিনি তোমাকে আলিঙ্গন করেন ঈশ্বরের সন্তান-সন্ততি হতে (দীক্ষাস্নান) ;

২। একজন খ্রীষ্ট, যিনি নত হয়ে তোমার অন্তরের পাপ ধৌত করেন এবং তোমার অনুতাপ ও অপরাধের চোখের জল মুছে দেন (পাপস্বীকার/পুনর্মিলন);

৩। একজন খ্রীষ্ট, যিনি তোমার জীবনকে আনন্দ, সাহস এবং তাঁর উপস্থিতির আশীর্বাদে ভরিয়ে তোলেন (পূর্ণদীক্ষা/হস্তার্পণ)।

৪। একজন খ্রীষ্ট, যিনি তোমাকে পূর্ণ করেন এবং তাঁর নিজেকে সহভাগিতা করেন (খ্রীষ্টপ্রসাদ)।

৫। একজন খ্রীষ্ট, যিনি তোমাকে ও তোমার স্বামী/স্ত্রীকে এক দেহ ও আত্মায় পরিণত করেন এবং ঐশপ্রেমের ন্যায় তোমাকে ভালবাসতে সক্ষম ক'রে তোলেন (বিবাহ)।

৬। একজন মুক্তিদাতা যিনি তোমার পাশে এসে দাঁড়ান, তোমার অসুস্থতায় তোমাকে নিরাময় করতে এবং

সান্ত্বনা দান করতে (রোগীদের লেপন)।

তুমি কি ধন্যা আন্না মারীয়া তাইজীর কথা শুনেছ ? হ্যাঁ, ইনি একজন গৃহিণী যিনি সাক্রামেন্তের মাধ্যমে সাধ্বী হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন একজন সাধারণ ঘরণী এবং মাতা যিনি অধিকাংশ সময় তার স্বামী এবং সাত ছেলেমেয়ের সেবা-যত্ন করতেন এবং সেইসাথে আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও অন্যদের খোঁজ-খবর রাখতেন। তিনি দৈনিক খ্রীষ্টযাগ, নিয়মিত পাপস্বীকার এবং প্রার্থনা করতেন তবে সংসারের সাধারণ কর্তব্য থেকে কখনও বিরত থাকতেন না।

আন্না মারীয়া জানেত্তী ইতালীর সিয়েনাতে জন্মগ্রহণ করে। ভাগ্য বিপর্যয়ে বাধ্য হয়ে তার বাবা যখন রোমে চলে যান, তিনিও তার সাথে যান এবং সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকে। ছোট বালিকা আন্না মাত্র দু'বছর স্কুলে গিয়েছিল এবং সেখানে কোনমতে পড়তে শিখেছিল। তার বাবা-মা তাকে নিয়ে চরম ত্যক্ত-বিরক্ত ছিল, কিন্তু দেবদূতসদৃশ ছোট বালিকা তাদের সামনে তার চেয়ে চতুর্গুণ বিনম্র ছিল।

আন্না মারীয়া খুব শীঘ্রই তার বাবা-মাকে কাজে সাহায্য করতে শুরু করল। সে ছিল ধার্মিকা, কঠোর পরিশ্রমী। সাজ-গোজ ক'রে থাকতে সে আনন্দ পেত। সৎ কিন্তু বদমেজাজী স্বভাবের ডমিনিক তাইজী চিগি প্রাসাদে দৈনিক মজুরীর ভিত্তিতে কাজ করত। সে আন্না মারীয়াকে বিয়ের প্রস্তাব দিল আর আন্না তার প্রস্তাব গ্রহণ করল। ঘর-সংসার শুরুর গোড়ার দিকে সে তার অভ্যাসগুলো বজায় রেখেছিল, পাপেট শো দেখতে পছন্দ করত এবং গহনা-গাটি প'রে সাজ-গোজ করত। সংসার জীবনের তিন বছর পরে ঈশ্বরের ভালবাসা এবং জাগতিক ভালবাসার মধ্যে একটা বিভেদ তার মনে হল। আন্না মারীয়া ফাদার আনজেলোর কাছে পাপস্বীকারের জন্য গেল। সে সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়ে গেল। তারপর থেকে নিয়মিত পাপস্বীকার করত এবং যা জীবনভর অব্যাহত রেখেছিল।

তবে এখন আন্না মারীয়ার বাবা-মা এই নবীন দম্পতির পরিবারে এসে যুক্ত হল। তাদের আগমনের মুহূর্ত থেকে চিৎকার-চেঁচামেচি দৃশ্য হয়ে উঠল নিত্যদিনের ঘটনা। আন্না মারীয়া তাদেরকে শান্ত রাখতে আপ্রাণ চেষ্টা করত কিন্তু তার ঝগড়াপ্রিয় মাতা জামাই-এর সঙ্গে ঝগড়া বাধাবার সুযোগ খুঁজত, যে নাকি সহজেই হঠাৎ হঠাৎ রেগে যেত। উত্তপ্ত পরিস্থিতি হালকা করতে আন্না আপ্রাণ চেষ্টা করত, সে তার রগ-চটা স্বামীকে শান্ত করতে দ্রুত প্রচেষ্টা চালাত। কোন খাদ্য তার পছন্দমত না হলে খাবার টেবিলের সবকিছু মেঝেতে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়ার ক্ষেত্রে তার জুড়ি মেলা ভার। আন্নার মা মারা যাওয়ার পর তার বাবা আন্নার খরচেই চলত এবং আপত্তির পর আপত্তি তার লেগেই ছিল। যখন তার বাবা কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত হল, আন্না মারীয়া যত্নভরে তার সেবাযত্ন করত এবং খ্রীষ্টীয় মৃত্যুবরণে সহায়তা করেছিল।

তাদের বাড়ীতে সাত সাতটি ছেলেমেয়ের হৈ-হুল্লোড়ে এক নরকে পরিণত হয়ে উঠতে পারত কিন্তু ধন্যা আন্না ছিলেন অলৌকিকভাবে মধুর স্বভাবের , যা ডমিনিকো পরে ব্যক্ত করেছিলেন যে, তার বাড়ী ছিল আসলে একটি পরম সুখের স্থান। তার এই দরিদ্র আবাসে সর্বত্রই ছিল নির্মলতা এবং সুনিয়ন্ত্রিত নিয়মানুবর্তিতা। আন্না মারীয়া প্রতিদিন প্রত্যুষে উঠে গীর্জায় যেতেন এবং পবিত্র কমুনিয়ন গ্রহণ করতেন। পরিবারে কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে, সেবা-শুশ্রূষাজনিত কোন রকম অভিযোগের অবস্থা যাতে সৃষ্টি না হয়, এজন্য তিনি খ্রীষ্টযাগে যোগদান থেকে বিরত থাকতেন। এ ঘাটতি পূরণে তিনি স্বেচ্ছা কষ্টভোগে যেতেন এবং তার অবসর মুহূর্তগুলো অনুধ্যানে ব্যয় করতেন। ধন্যা আন্না মারীয়া তাইজী তার সন্তানদের সব সময় ব্যস্ততার মধ্যে রাখতেন। রাতের খাবারের পর, পরিবারের সকলে মিলে রোজারী মালা আবৃত্তি করতেন এবং পর্বদিবস অনুসারে সেইদিনের একজন সাধু/সাধ্বীর সংক্ষিপ্ত জীবনী পাঠ করতেন। ছেলেমেয়েরা আশীর্বাদশেষে বিছানায় ঘুমাতে যেত। রবিবারে তারা হাসপাতালে অসুস্থদের সাক্ষাৎ করতে যেতেন। পিটুনি খাওয়া এবং উপোস রাখার মত শাস্তিযোগ্য অপরাধ করলেও কখনও তার মাতৃস্নেহ সুলভ শাসন এ ধরনের শাস্তি দেয়নি। তার ছেলেমেয়েরা সুষম গঠন লাভ করেছিল এবং তারা তাদের ধার্মিক মাতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং সঙ্গী-সাথীদের নিকট দৃষ্টান্তস্বরূপ ছিল।

অবনমিত মানুষের প্রতি তার মার্জিত আচরণ ছিল

মাধুর্যমণ্ডিত। নিজের থেকে তার গৃহপরিচারিকাকে অধিক ভাল খাবার খেতে দিতেন। কারও আনাড়ি হাতে কোন চীনামাটির পাত্র ভেঙ্গে গেলে তিনি বকাঝকা না করে বলতেন, "বেশ তো, আমার মনে হয় যারা এগুলো তৈরী করেছিল, তারা এগুলো জীবন্তও করে তুলতে পারবে"।

যখন তিনি পবিত্র ত্রিত্বের তৃতীয়ব্রত লাভ করলেন, এই ব্রত-আশীর্বাদে তিনি নিজেকে জগতের পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ বলি হিসেবে উৎসর্গ করলেন। এই মহান উৎসর্গের প্রতিদানে, ঈশ্বর তাকে আলোকময় নক্ষত্রের (পৃথিবী বা সূর্য) স্থায়ী দূরদৃষ্টি শক্তি প্রদান করলেন। যে দূরদৃষ্টি বলে তিনি মানবাত্মাসমূহের চাহিদা ব্যাখ্যা করতে পারতেন, পাপীদের অবস্থা বুঝতে পারতেন, আর মণ্ডলীর সংকট অনুধাবন করতে পারতেন। এই বিস্ময়কর দূরদৃষ্টি শক্তি সাতচল্লিশ বছর পর্যন্ত ছিল। তার গৃহস্থালীর কাজের মাঝে এ পরম আনন্দ এবং ভাবাবিষ্টতা দ্বারা বিস্মিত আন্না মারীয়া এ সকল বিষয় আমলে না এনে এড়িয়ে চলতে কঠোরভাবে চেষ্টা করতেন। তাকে ধন্যবাদ যে, অনেক অসুস্থ ব্যক্তি তাদের জীবনের শেষ প্রান্তে পৌঁছে একটি পুণ্যময় মৃত্যু লাভে সতর্ক সংকেত লাভ করেছিল। মৃত ব্যক্তির ভাগ্য তার কাছে উন্মোচিত হত, এবং তাদের প্রতি তার সহানুভূতি তার নিজের প্রায়শ্চিত্ত বহুগুণ বৃদ্ধি করতে উদ্বুদ্ধ করত, যাতে এ সকল আত্মা খুব শীঘ্রই মুক্তি লাভ করতে পারে, আর এজন্য অনেকে তাদের পরিত্রাণের জন্য তাকে ধন্যবাদ জানাতে আসত।

এত কিছু সত্ত্বেও, তার আঙ্গুলগুলো ব্যথায় আক্রান্ত হল, তাকে পরিবারের রুটি-রুজির নির্বাহের একটি অংশ তার সেলাই কাজ থেকে উপার্জিত হত। স্যাভয়ের গভর্ণরের স্ত্রী ঈশ্বরের এই দাসীর প্রার্থনার ফলে অনেক অনুগ্রহপ্রাপ্ত হয়েছিলেন, তিনি তাকে একটি বড় অংকের অনুদান দিয়ে সাহায্য দিতে চাইলেন কিন্তু ধন্যা শ্রেণীভুক্ত আন্না তা প্রত্যাখান করলেন।

পুণ্য সপ্তাহের সোমবারে, আন্না মারীয়া ধ্যানের মাধ্যমে জানতে পারলেন, পুণ্য শুক্রবারে তার মৃত্যু ঘটতে যাচ্ছে। তার প্রিয়জনদের আশীর্বাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে, আনন্দ ও পরিত্রাণের ধ্বনিতে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। এটা প্রতীয়মান হয় যে, ঈশ্বর মানুষের মধ্যে তার বিস্ময়কর ও প্রশংসনীয় আশীর্বাদ প্রকাশ ঘটান, যা প্রাত্যহিক জীবনের সর্বোচ্চ বিনীত এবং জাগতিক কর্তব্যকর্মে গৌরবজ্জ্বল সদ্গুণাবলী এবং ব্যতিক্রমধর্মী অনুগ্রহদানসমূহ বিশ্বস্ততায় সংযুক্তির প্রত্যাশিত ফল। পোপ ১৫শ বেনেডিক্ট ৩০ মে ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে আন্না মারীয়া তেইগীকে ধন্য শ্রেণীভুক্ত করেন।

তেইগীর জীবনী সাক্রামেন্তে খ্রীষ্টের সাক্ষাতলাভের একটি অভিকেন্দ্র, বিশেষত: পাপস্বীকার এবং খ্রীষ্টপ্রসাদ সাক্রামেন্তে। সাক্রামেন্তে খ্রীষ্টের সাক্ষাৎ হয়ে উঠেছিল খাঁটি এবং তার অন্তর পরম আনন্দে ভরিয়ে তুলেছিল, সেজন্য তিনি প্রতিদিন পবিত্র কমূনিয়ন গ্রহণ ত্যাগ করেননি। আর এই অভিজ্ঞতা তাকে তার স্বামী ও সন্তানদের সাথে ধৈর্য ধরতে এবং ক্ষমাশীল হতে, দয়া এবং কঠোর নিয়মানুবর্তিতায় চলতে সহায়ক হয়েছিল।

পাপস্বীকার কিংবা খ্রীষ্টপ্রসাদ যেটাই হোক, সাক্রামেন্তগুলো স্বয়ং তাকে তা গ্রহণের সংক্ষিপ্তকালকে সীমাবদ্ধ করেনি। এটা বরং তার মধ্য দিয়ে গোটা পরিবারে বিস্তারলাভ করেছিল। ব্যক্তিগত প্রার্থনা এবং ত্যাগস্বীকারে ঈশ্বরের সাথে প্রতিটি আদানপ্রদান-কর্ম যা তিনি দৈনিক পারিবারিক জীবনে বিস্তৃতি ঘটিয়েছিলেন। সুতরাং ক্ষমাদান-উপলব্ধির প্রাচুর্যতায় খ্রীষ্ট তার স্বামী ও আত্মীয়স্বজনের ছোট-বড় দোষগুলি তার ক্ষমাদানের মাধ্যমে কানায় কানায় ভরে তুলেছিলেন। এটা তার অলৌকিক অভিজ্ঞতায় চূড়ান্তভাবে উদ্ভূত হয়েছিল। **সাক্রামেন্তগুলি একজন খ্রীষ্টানের জন্য কখনও কেবলমাত্র একটি ধর্মানুষ্ঠান হওয়া উচিত নয়। এটা খ্রীষ্ট-সাক্ষাতের একটি প্রকৃত মুহূর্ত হওয়া উচিত। এ সাক্ষাতকার তাদের প্রতিদিনের জীবনে প্রবাহিত হওয়া উচিত। খ্রীষ্টপ্রসাদ সাক্রামেন্ত তাদের আত্মনিবেদিত জীবন, সৌহার্দ এবং মিলনের জীবনে বাঁচতে সাহায্য করে। যখনই তারা নিবেদন করে, তারা অন্যের জন্য ত্যাগস্বীকার করে, তারা খ্রীষ্টের আত্মনিবেদিত প্রেমের অংশী হয়ে উঠছে। পুনর্মিলনের সংস্কার তাদেরকে ক্ষমা, ধৈর্য এবং সহিষ্ণুতার জীবন-যাপন করতে সাহায্য করে। যখন তারা ক্ষমাদান করে, আত্মদমন করে, তারা খ্রীষ্টের প্রেম ও ক্ষমার অংশ হয়ে ওঠে । অনুরূপভাবে, যখনই তারা রোগীর সেবা করে, তাদের জন্য প্রার্থনা করে, তাদেরকে সান্ত্বনা দেয় তারা হয়ে ওঠে রোগীদের**

সাক্রামেন্তের সংযোজিত অংশ।

পরিশেষে, সাক্রামেন্তগুলোকে নিয়েই একটি খ্রীষ্টীয় পরিবারের অস্তিত্ব। প্রাথমিক ভাবে পরিবার প্রতিষ্ঠিত হয় যখন ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিগত পরিচিতি, ব্যক্তিত্বের দুই আলাদা জগতের মানুষ প্রেমেতে একসাথে দয়া, শ্রদ্ধাবোধ, ক্ষমাদানে জীবনযাপনের নিমিত্তে তাদের বিবাহ সাক্রামেন্তে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়। বিবাহ সাক্রামেন্ত খ্রীষ্ট-সাক্ষাতের মূলভিত্তি। তাদের গোটা জীবন মণ্ডলীর জন্য ঐশপ্রেমের অভিব্যক্তির এক অপরিহার্য তাৎপর্য হয়ে উঠে ঃ পরস্পরের মুখোমুখি হওয়া, তারা খ্রীষ্টপ্রেম, শ্রদ্ধাবোধ, ক্ষমাদান এবং সেবা-যত্নে সাক্ষাত লাভ করছে। এই সাক্ষাৎকার চলতে থাকে এবং গভীরতর হয় যখন স্বামী এবং স্ত্রী অন্যান্য সাক্রামেন্তগুলো গ্রহণ করে।

পরিবারের জন্য খ্রীষ্টের সাথে সাক্ষাৎকারের জন্য সাক্রামেন্তলাভের ৬টি উপায় উল্লেখ করা হল ঃ

১। তোমরা নিজেদের এবং তোমাদের সন্তানদের সাক্রামেন্ত গ্রহণে গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তগুলোর জন্য প্রস্তুত কর। কেবল মাত্র পাল পুরোহিত কিংবা সিস্টার কিংবা শিক্ষাদানকারীদের উপর এ গুরুত্বপূর্ণ কাজের ভার ছেড়ে দিলে যথেষ্ট হবে না। সাক্রামেন্তগুলি যোগ্যভাবে গ্রহণ করার জন্য যথেষ্ট সময় নিয়ে নিজেদের ও তোমাদের সন্তানদের প্রস্তুত কর। কীভাবে এটা করবে ? এটা নির্ভর করে তোমাদের সময় ও দক্ষতার উপর। আমি কয়েকটা পরামর্শ দিতে পারি :

ক) যে সাক্রামেন্ত গ্রহণ করতে যাচ্ছ তার গুরুত্ব সম্পর্কে তোমরা স্মরণ কর ও ছেলেমেয়েদের স্মরণ করাও।

খ) বিষয়টি মনে করার জন্য এ সংক্রান্ত একটি প্রার্থনা কাগজে লিখে পারিবারিক প্রার্থনা অনুষ্ঠানে তা আবৃত্তি কর।

গ) সাক্রামেন্ত সংক্রান্ত বিভিন্ন গল্প এবং সত্য কাহিনী তোমাদের ছেলেমেয়েদের কাছে বল।

ঘ) সাক্রামেন্ত সংক্রান্ত একটি ছোট ঘোষণাপত্র টাঙিয়ে দাও যে, ছেলেমেয়েরা বাড়ীর একটি বিশেষ প্রতিরক্ষা লাভ করতে যাচ্ছে।

২। ধর্মীয় মর্যাদায় দিনটি উদ্‌যাপন কর : সাধারণত: পরিবারগুলো দীক্ষাস্নান, হস্তার্পণ এবং প্রথম কমূনিয়ন উদযাপন করে। শুধু বাহ্যিক ভাবে উদযাপন না করে আধ্যাত্মিকতার ভাবধারায় তা উদযাপন কর। তোমরা যা করতে পার :

- নির্দিষ্ট কিছু ধর্মীয় গান বেছে নিয়ে দিনব্যাপী বাজানো।

- ঐদিন বিশেষ পারিবারিক প্রার্থনার আয়োজন করা।

- সাক্রামেন্ত গ্রহণকারীকে বিশেষ ব্যবস্থায় অভ্যর্থনা জানানো।

- আধ্যাত্মিক উপহার নিবেদন (অর্থাৎ প্রার্থনা, ত্যাগস্বীকার, দয়ার কাজ ইত্যাদি প্রার্থনাস্বরূপ ঈশ্বরের কাছে উৎসর্গ করা)।

৩। ধর্মশিক্ষাদান ক্লাসে মণ্ডলীর প্রতিনিধিদের সহযোগিতা কর। যদি এ ধরনের কোন শিক্ষার ব্যবস্থা না করা হয়, তবে সে ব্যাপারে তাদের খোঁজ-খবর নাও। এটা তোমার অধিকার। ক্লাস থেকে ছেলেমেয়েরা ফিরে আসলে তাদের কাছে জিজ্ঞেস কর, তারা কী শিখেছে।

৪। তোমার পরিবারে খ্রীষ্টপ্রসাদীয় উপবাসের অভ্যাস চালু কর। এজন্য খ্রীষ্টপ্রসাদীয় প্রস্তুতির পূর্বে কিছু সময় অতিবাহিত কর। খ্রীষ্টযাগ শেষে ঈশ্বরকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের জন্য সময় নাও।

৫। তোমার ছেলেমেয়েদের নিয়মিত পাপস্বীকার/ পুনর্মিলন অনুষ্ঠানে যাওয়ার অভ্যাস গড়ে তোল। ছেলেমেয়েদের সামনে পিতামাতাদের দৃষ্টান্তস্বরূপ হওয়া উচিত।

৬। সাক্রামেন্তসমূহকে শুধু মাত্র গ্রহণকালীন সময়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখো না। বরং তোমার আত্মনিবেদিত জীবনে, মিলন সহভাগিতা, ক্ষমা, দান, দয়া-দাক্ষিণ্য ইত্যাদিতে সাক্রামেন্তের প্রকাশ ঘটাও। তোমার ছেলেমেয়েদের মধ্যে এই মূল্যবোধের বিকাশ ঘটাও। তাদেরকে জানাও যে, তোমরা জীবন্ত সাক্রামেন্তে জীবন-যাপন করছ।